নলিনী।

শ্রীঅধরলাল সেন বিরচিত।

"নলিনীদলগতজলমতিতরলম্।"

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

কলিকাতা,—শোভাবাজার গ্রে ষ্ট্রীট ১০২ নং ভবনস্থ

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্বৎ ১৯৩৪।

মূল্য ছয় আনা মাত্র।

নলিনী।

শ্রীঅধরলাল সেন বিরচিত।

"নলিনীদলগতজলমতিতরলম্।"

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

কলিকাতা,—শোভাবাজার গ্রে ষ্ট্রীট ১০২ নং ভবনস্থ

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্বৎ ১৯৩৪।

TO

ALGERNON CHARLES SWINBURNE,

THE BEGETTER OF THIS SONG.

" *I can give not what men call love;*
But wilt thou accept not
The worship the heart lifts above
And the heavens reject not;
The desire of the moth for the star,
Of the night for the morrow,
The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow. "
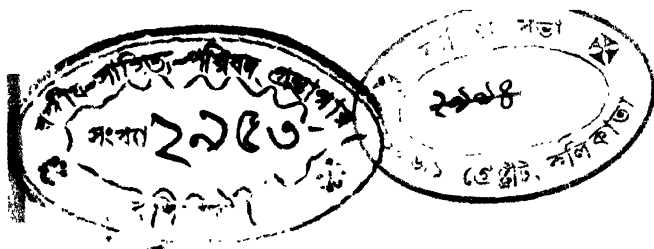
নলিনী।

প্রথম পল্লব।

১

এইখানে একদিন দাঁড়া'য়ে দুজনে
হেরিয়াছি ওই সেই চন্দ্রমা মলিন,
এইখানে একদিন দাঁড়া'য়ে দুজনে
চেয়েছি বিদায় দোঁহে বিষাদবিলীন।
আজি কি আবার
সেই তুমি, সেই আমি, সেই এই স্থান,
সেই প্রেম-অভিমান, সেই ভালবাসা-ভাণ,
সেই পুন দুইজনে মিলেছি আবার,
ওরে নলিনি আমার?

"সেই তুমি, সেই আমি, এই সেই স্থান,
সেই প্রেম কোথা তবে, বল দেখি, প্রাণ?"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

২

তখন ছিলাম আমি প্রণয়-পাগল,

ভ্রমেছি তোমায় ভাবি' উদ্ভাসিত-মতি ;

তখন ছিলাম আমি প্রণয়-বিহ্বল,

দেখেছি তোমার মুখে ত্রিদিবের জ্যোতি।

এখনও তোমার

আছে কি, আছে কি আর সে সব বিলাস ?

আছে কি সে মৃদুহাস, আছে কি রূপের বাস,

লহরী যৌবনসরে খেলে সুষমার,

ওরে নলিনি আমার ?

৩

এখনও তোমার মনে আছে কি রে আর

সেই শান্ত সুপবিত্র নিরমল ভাব ?

এখনও তোমার আঁখি পারে কি আবার

নিরখিতে সেই মোর নয়ন-প্রভাব ?

ভুজনে আবার !

কোথা আর, অভাগিনি, সেই শান্ত মন ?

দেবে কি লো বিসর্জ্জন, সেই মান, সেই মন,

বোঝ না প্রেমের খেলা, ছার অত্যাচার ?

ছিছি, নলিনি আমার !

৪

‘ ভালবাসি আমি ’ যবে বলেছি তোমারে,
হেসেছ তখন তুমি ভাবিয়ে তামাসা ; *
‘ ভালবাসি আমি ’ এবে বলিছ আমারে,
হাসিব কি আমি, শুনি তব ভালবাসা ?
জানিয়াছি সার
ভালবাসা, সুখ-আশা, তামাসার নয় ;
সুখ নয়, দুখ নয়, সুধা নয়, বিষ নয়,
তবু জ্বলে, স্নিগ্ধ হয় হৃদয়-আগার,
ওরে নলিনি আমার।

৫

ভালবাসা, সুখ-আশা, তামাসার নয়,
তামাসার নয় কভু প্রেমিকের দুখ,
এখন এ কথা আজ বলিবে নিশ্চয়,
বলিবে প্রেমের সুখে বিধাতা বিমুখ।
হায়, কত বার
ভাবিয়াছে এই কথা আমার হৃদয় !
অহো, হেন শেলময় কোন মর্ম্মাঘাত নয়,
যেমন বিরাগে করে অধীর অসার,
ওরে নলিনি আমার !

* " Love was a jest last year, you said, "—Swinburne.

৬

আজি তুমি পাগলিনী বিবশহৃদয়ে,
আজি তুমি অভাগিনী আমার বিরাগে
ছিলে তুমি বিরাগিণী আমার প্রণয়ে,
ছিলে তুমি কমলিনী মোর অনুরাগে।
হায় রে তখন
যাচিয়াছি প্রেমভিক্ষা চরণ ধরিয়ে,—
প্রণয়ের প্রভা নিয়ে, চকোর জুড়া'ত হিয়ে,
সাধিতে হ'ত না আজি উছলি' লোচন,
কভু, নলিনি, এখন।

৭

খুঁজেছি প্রাণের প্রাণ, হৃদয়-হৃদয়,
নাই সেই প্রণয়ের কোন নিদর্শন;
খুঁজিলেও জন্ম জন্ম এই বিশ্বময়
পা'বে না কখন তা'র কোন নিদর্শন।
হায় রে আবার
ফিরে নাহি আসে কভু প্রেমের লহরী।
চলে গেছে যে লহরী, শূন্য মন পরিহরি',
সে লহরী ফিরে পুন আসে না আবার,
ওরে নলিনি আমার।

৮

" ভুলে যাও, ভুলে যাও " বলেছ তখন,
ভুলিয়ে গিয়েছে তো'রে আমার হৃদয়;
" ভুলে যাও, ভুলে যাও " বলি রে এখন,
ভুলিতে কি পারিবে না তোমার হৃদয়?
মিছে এ সকল,
সময়ে প্রেমের জন্ম, সময়ে মরণ;
সময়েতে নাচে মন, সময়েতে থামে মন;
তবে কেন, নলিনি রে, এমন বিকল,
কেন এমন বিহ্বল?

৯

"কোন্ ছার ভালবাসা, থাকিব দুজনে
সহোদর সহোদরা পবিত্র-প্রণয়,"
তাই আছি; হেন কথা বলিলে কেমনে,
কেন বা ঘটিবে হেন সুখের ব্যত্যয়?
থাকিব দুজনে—
থাকুক্ যা' আছে ভালে, কিছু ক্ষতি নাই,
যা' হ'বার হ'ক তাই, দোঁহে এইমাত্র চাই,
ফাটিলেও বুক, বাণী ফোটে না বদনে,
হেন থাকিব দুজনে।

১০

একদিনে, গরবিণি, প্রেম নাহি হয়,

একদিনে, অভাগিনি, প্রেম নাহি যায়;

তখন প্রথম কথা বোঝে নি হৃদয়,

এখন দ্বিতীয় কথা বাতাসে ভাসায়।

সুখ কোথা আর?

বিলাসে উল্লাসে হাসে ভাষে নাহি সুখ!

মানুষের মনে সুখ, মানুষের মনে দুখ,

মানুষেরই মন তা'র সুখের আধার,

ওরে নলিনি আমার।

১১

বলো না " কি করি, প্রেমে বেঁধেছে বিধাতা

বিধাতা বলিয়ে বিশ্বে নাহি কোন জন,

মানুষ নিজের কাজে নিজেই বিধাতা,

বিধাতার নামে করে কারণ সাধন।

বিধাতা ত নাই;

আগুনেতে হাত দিলে আগুন জ্বালায়,

নিজের কাজের প্রায়, সকলেই ফল পায়,

বিধাতা দেয় না ফল, বিধাতা ত নাই,

আর ভালবাসা নাই।

১২

'মরিব' বলেছি তবে ভাল না বাসিলে,
কই, বল, মরিয়াছি, নলিনি আমার ?
'মরিব' বলিছ আমি ভাল না বাসিলে,
মরিবে না, তা'ও মনে জান সারোদ্ধার।
কি কাজ বা তবে
কথার চাতুরী ল'য়ে যাপিয়ে সময় ?
কথায় অমিয় নয়, কথায় গরল নয়,
তবে কেন ছলাছলি ছুদিনের তবে ?
বল, এ প্রেমে কি হ'বে ?

১৩

আজ যেন গলাগলি ভালবাসা নিয়ে,
হৃদয়ে হৃদয়ে সদা নয়নে নয়নে,
দুজনেরই তরে যেন দুজনে বাঁচিয়ে,
একমন নহে, তবু থেকে একমনে।
"তুমি মোর প্রাণ,
বেঁচে আছি শুধু, সখে, তোমারই কারণ ;"
হাসিয়ে চমকে মন, চাঁদে সুধা-বরিষণ,
জাহ্নবীর জলে বয় জলের উজান !
আমি তোমার পরাণ !

১৪

কোথায় সে প্রেম ? কাল সব ফক্কিকার !

বাজে কি শ্যামের বাঁশী যমুনার তীরে ?

আঁধার, আঁধার মন, আঁধার, আঁধার !

চলে যাই দুইজনে, চাই ফিরে ফিরে।

সে প্রেম কোথায় ?

ভালবেসে পরিশেষে কিবে সুখ হ'ল ?

তামাসা ফুরায়ে গেল, হৃদয় শ্মশান হ'ল,

চক্রবাক, চক্রবাকী কাঁদে উভরায়,

বাজে 'হায় ! হায় ! হায় !'

১৫

দাঁড়া'য়ে বিষাদে শেষে দুপারে দুজনে,

মাঝে বয় কুলুস্বরে বিরাগের নদী,

অভিমান ম্লানমুখে দাঁড়া'য়ে পিছনে,

জ্বলিবে, দাঁড়া'বে কিম্বা পার হ'বে যদি।

উদ্দেশে দোঁহার *

প্রসারিব কর আর করিব চুম্বন,

পবনেতে আলিঙ্গন, পবনেতে সম্মিলন—

চারিদিক সে বিষাদে করে হাহাকার,

ওরে নলিনি আমার।

---

* "We stand on either side the sea," etc.—Swinburne.

১৬

কে আনিতে পারে আর কে এনেছে কবে

যে প্রেম ডুবিয়ে গেছে বিরাগের জলে ? *

কে বা দিতে পারে আর কে দিয়েছে কবে

প্রেমসুখে বিসর্জ্জন বিস্মৃতির জলে ?

শেষেতে কেবল

সুখের বান্ধব দোঁহে চিনিব দুজনে ;

সদা ভার ভার মনে, আধ আধ আলাপনে,

চাওয়া-চাওয়ি হাসাহাসি অন্তিম সম্বল.

প্রেমে হেন বিষফল !

১৭

কি কাজ এ প্রেমে শেষে এই যদি হ'বে,

কি কাজ বা ভালবেসে, হাসিয়ে দুদিন,

কাল যদি দুইজনে কাঁদিবে নীরবে,

জনমের মত হবে বিষাদবিলীন ?

চল দোঁহে যাই

যে জগতে হৃদয়ের কোন জ্বালা নাই,

ভালবাসা, প্রেম নাই, বিয়োগ, বিষাদ নাই,

আধঘুমে প্রেমিকেরা নাহি তোলে হাই,

চল সেইখানে যাই।

---

* "No diver brings up love again
Dropped once, my beautiful Felise,
In such cold seas."—Swinburne.

১৮

চুমিলে শুকা'য়ে যা'বে লোহিত অধর,

আলিঙ্গনে হ'বে, প্রিয়ে, পাপের পরশ ;

পরিশেষে হ'বে যবে প্রেমের অন্তর,

থাকিব দুজনে, ছিছি, বিরূপ বিরস।

তবে একবার

ফাটা বুক চাপা দিয়ে, কাহার হৃদয়

জিজ্ঞাসিবে এই নয়, সেই মন সুধাময় ?

এই কথা জিজ্ঞাসিবে পরাণ কাহার,

'প্রিয়ে, তুমি কি আমার ?'

১৯

কে করে কলঙ্কে ভয়, দুজন অসার

যদি বলে 'ওই দেখ সখের প্রেমিক ?'

দলে' যাই দুইপদে এ কথার ধার,

নিস্তেজ এ বুক নয় বিঘোর বেঠিক।

কত লোকে বলে

আকাশের শশধর কলঙ্ক-আধার ;

শশী নিতি হয় বা'র, কি বা দুখ আছে তা'র ?

খায় না কি, নলিনি রে, বনের ছাগলে

আর লোকে কি না বলে ?

২০

ধর্ম্ম বলে' কোন কিছু আছে কি ভুবনে ?
আজ কৃষ্ণ, যীশু খ্রীষ্ট, কাল মহম্মদ !*
জানিবেক স্থির কথা শেষে সর্ব্বজনে,
ধর্ম্মের শিকড়ে গাঁজা'আর ধেনোমদ।
ধর্ম্মের দোহাই
খুনিয়াত করে খুন, জালিয়াত জাল।
ধর্ম্মের কথাই ভাল, নিবায় মনের আল,
চাহি না এমন ধর্ম্ম, অধর্ম্ম দোহাই,
ধর্ম্মে প্রয়োজন নাই।

২১

আছে জগদীশ, তাহা প্রকৃতি লুকায়,
নাই জগদীশ, তাহা মানুষ প্রকাশে ;
কল্পনা কল্পিত করে' কাহারে দেখায়,
নিশির স্বপনে হৃদে কা'র রূপ আসে ?
কে জেনেছে কবে
কোথা আছে জগদীশ, কি রূপ তাহার ?
উদ্দেশেতে ভক্তি সার, উদ্দেশেতে নমস্কার,
উদ্দেশেতে জগদীশে পূজা করি সবে,
শেষে কে জানে কি হ'বে ?

* "Even gods must yield—religions take their turn ;
'Twas Jove's, 'tis Mahomet's "—Byron.

২২

এ জগত অন্ধকার, বিভু নিরুদ্দেশ,
হুকুরে মার্ত্তণ্ডতাপে ঘোর অন্ধকার।*
খুঁজে খুঁজে অন্তরেতে নাহি জ্ঞান-লেশ,
জানি না কিছুই, এই জ্ঞান-অহঙ্কার।†
এ বিশাল ভবে
বিভু নাই, পুণ্য নাই, নাই কোন পাপ;
নাই রে বিষাদশাপ, হৃদয়ের পরিতাপ,
আপন ভাবনাঘোরে ভেবে' জ্বলে সবে,
তবু ভুলিবারে হ'বে!

২৩

ভুলিবারে হ'বে তবু, নলিনি আমার,
দিতে হ'বে প্রেমসুখে শেষ-জলাঞ্জলি:
চুমিলে শুকা'য়ে যা'বে অধর তোমার,
কলঙ্কিত হ'বে তব কমলের কলি।
থাকুক তোমার
অকলঙ্ক তনু-শশী; লোহিত অধরে
যদি কিছু সুধা ধরে, অন্য কোন মধুকরে
করুক তা' পান; আমি হব' না তোমার,
ওরে নলিনি আমার!

---

* "O dark, dark, dark amidst the blaze of noon."—Milton.
† "Well didst thou speak, Athena's noblest son,
All that we know is, nothing can be known."—Byron.

দ্বিতীয় পল্লব।

বহুদিন পরে আজি বহুদিন পরে
নয়নে নয়নে যেন হয়েছে মিলন,
হৃদয়ে হৃদয়ে কিন্তু বহুদিন পরে
নব রূপ, নব ভাব উদেছে এখন।
অকূল সাগরে
কে দিল ভাসা'য়ে মোর সাধের তরণী ? *
আমার হৃদয়-মণি, হরিয়ে কে হ'ল ধনী ?
সাধের তরণী মোর গেল কা'র করে,
প্রিয়ে, অকূলসাগরে ?

---

* "সাধের তরণী মোর কে দিল তরঙ্গে ?"—মৃণালিনী।

২

কেমন—কেমন মন হয়েছে এখন,
দেখিতে চাহি না আর সুখের নিলয়,
দেখিতে চাহি না আর নারীর বদন,
নারীর মধুর হাসি, নারীর প্রণয়।
দেখিব না আর
আশার কুসুম আর আকাশ-আলয়;
আছে এ ভুবনময়, কি এক সুষমাময়
অপরূপ কোন জ্যোতি ভাবিব না আর,
স্থির নিরাশা আমার!

৩

মানুষ-হৃদয়, প্রিয়ে, মোহন দর্পণ,
ভাঙিলে না গড়া যায় এ জনমে আর;
মানুষ-হৃদয়, প্রিয়ে, কুসুম শোভন,
শুকা'লে সুষমা তা'র আসে না আবার।
শশাঙ্ক আকাশে,
অদূরে কনক-গঙ্গা কিরণে বিভাসি,
ভূতলে গৌরবরাশি,—জগতের পৌর্ণমাসী!
তবুও কখন হাসি অধরে না আসে,
হৃদে নাহিক বিকাশে।

৪

মেঘাচ্ছন্ন বরষায় নাহিক কিরণ,
তপন-বিহীন দিবা ফুরাইয়ে যায় ;
বিষাদে বিষণ্ণ, নাহি সুখ-নিদর্শন,
ভাঙা মন ভেঙে ভেঙে মাটিতে মিশায়।
হায় ! অভাগিনি,
কেন না করিলি তবে প্রেম-প্রতিদান,
না রাখিলি প্রেম-মান, না দিলি প্রেমিকে প্রাণ,
কেন না বাসিলি ভাল, হায়, অভাগিনি !
হায় ! আমার নলিনি !

৫

গাহে না তোমার নাম আমার বাঁশরী,
গা'বে না তোমার নাম বাঁশরী আবার ;
শোন নাই, শুনিবে না, নলিনী সুন্দরি,
শোন নাই, শুনিবে না, নলিনি আমার।
সেই ভালবাসা
কে জানিত এইরূপে পাইবে বিলয় ?
সেই মুখ, সেই বুক, সেই আঁখি, সে চিবুক,
সেই সব, প্রিয়তমে, ছিল তবে আশা,
এবে অনন্ত নিরাশা।

৬

ঝড়েতে না নড়ে, কিন্তু বাতাসেতে ঝরে
কমল-কোমল, প্রিয়ে, হৃদয়-পল্লব ;
বিষাদে না সরে বাণী, বিরাগে বিদরে
সতান হৃদয়-বীণা—সাধের বিভব !
নবীন যৌবন,
নবীন রূপের প্রভা শুকায় শিশিরে।
পদ্মপুকুরের তীরে, ধীরে ধীরে, ধীরে ধীরে,
ধিকি ধিকি জ্বলে দীপ আগের মতন—
নহি আমরা তেমন !

৭

সেইখানে দুইজনে তোমায় আমায়,
সেইখানে দুইজনে বিজনে বিরলে—
আকাশে প্রণয়-সাক্ষী শশী তারা ধায়,
পদ্মপুকুরের দীপ ধিকি ধিকি জ্বলে।
হৃদয়ে আমার
ছিল সুখ, ছিলাম লো প্রণয়ে বিহ্বল,—
টল টল, ঢল ঢল, সরল তরল জল,
লহরী খেলিত এই হৃদে অনিবার,
ওরে নলিনি আমার।

৮

কোথায় এখন, প্রিয়ে, সে প্রণয়, হায় ?

কোথা সে চপলা-খেলা সাধের গগনে ?

আকাশ উত্তর দেয় 'কোথায়! কোথায়!'

পবন নিশ্বাস ফেলে কাতর-নিস্বনে।

অতীত আলয়ে

অনেক বাসনা গেছে, প্রেম শেষে গেল ;

তবু কি মরণ হ'ল, তবু কি ফুরা'ল বল ?

একে দুয়ে যায় সুখ নিঃশেষিত হ'য়ে

এই মানুষ-হৃদয়ে ?

৯

মৃণালে বাঁশরী করি' কিশোর শৈশবে*

গেয়েছি যাহার নাম, সে আজি কোথায় ?

নবীন যৌবনে যার যৌবন-গৌরবে

গেয়েছি, প্রেয়সি মোর, সেই বা কোথায় ?

সময়ের করে

গেছে কত প্রিয়জন, কত প্রিয় আশা,

গেছে কত ভালবাসা, যা'বে কত ভালবাসা,

তোমারও সে ভালবাসা সময়ের করে

গেছে জনমের তরে।

* "Or blown with boy's mouth in a reed."—Swinburne.

১০

কত নিশি একেশ্বর বিষাদ-সহায়

সেই সরসীর তীরে যেপেছি রজনী ;

গাহিয়াছি সেই গান,—তোমায় আমায়

গেয়েছি যে গান দোঁহে স্বজন স্বজনী।

শুনেছ সে গান ?

নিশির স্বপনে মন হয়েছে চকিত ?

বহু বহুদূর স্থিত, হয় চিত আকর্ষিত,

বহুদূর-রোদনেতে কাঁদে কি লো প্রাণ,

প্রিয়ে, শুনেছ সে গান ?

১১

চিরিয়ে তরুণ বুক তরল শোণিতে

মদিরা করিয়ে, প্রিয়ে, দিতেম তোমারে :

সাধের বাসনা গুলে' অতুল অমৃতে

জুড়াতেম তো'রে, ভাল বাসিলে আমারে

ভালবাসা দিলে

সুখেতে রাখিতে, প্রিয়ে, সুখেতে থাকিতে—

দুই দেহে একচিতে, এক দেহে দুই চিতে

দুলিতে কুসুমলতা আনন্দ অনিলে,

শুধু ভালবাসা দিলে।

১২

বহুদূরে শুয়ে' আছে আমার প্রণয়
অন্তিম নিদ্রায় দুটী আঁখি নিমীলিত ;
এইখানে, এইখানে তোমারও প্রণয়
অন্তিম কবরে আজি হ'ক কবলিত।
নলিনি আমার,
গভীর—গভীরতর—গভীর সে স্থান—
গভীর সে গোরস্থান, গভীর মরণতান,
গভীর, গভীর, আজি বিষাদ তোমার,
হায়! নলিনি আমার!

১৩

বসন্তে বাতাস নাই, নাহিক কোকিল,
শরদে শশাঙ্ক নাই, নাহিক নীরদ,
জগতে মানুষ নাই, নাহিক অনিল,
যৌবনে প্রণয় নাই, নাহিক সুখদ।
কাতর হৃদয়
ফিরে ফিরে চেয়ে দেখে, কোথা ভালবাসা ?
কোথা জনমের আশা, অমিয়-সাগরে ভাসা,
এই কি রে সেই নয় চন্দ্রমা উদয় ?
সেই ভালবাসা নয় ?

১৪

আন আশারজ্জু, কর হৃদয় মন্থন,
অমৃত-সাগরে হ'ক গরল-উদ্ভব,
আগুনে বিরাগে মিশে যা'ক ত্রিভুবন,
জ্বলে যা'ক, পুড়ে যা'ক, ছার হ'ক সব।
তবু নাহি পা'বে—
ভালবাসা, সুখ আশা পাইবার নয়!
অর্থ নাই, শব্দ নাই, সুখ নাই, আশাময়,
খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে শুধু হৃদয়ে হারা'বে,
কেন হৃদয়ে জ্বালা'বে?

১৫

কি সুখ বিজনে বসি' মুদিত নয়নে
নীরবে, নিস্তব্ধে শোনা প্রকৃতি রোদন!
কি সুখ বিজনে বসি' সজল নয়নে
একাকী নীরবে সহা হৃদয়-বেদন!
যামিনী সময়
কি সুখ চাঁদের সনে বিরলবিহার!
ছিঁড়ি' হৃদি-ফুলহার, একে একে ফুল তার,
নিরাশা-সাগরে ফেলা কিবে সুখময়,
প্রিয়ে, যামিনী সময়!

১৬

কি সুখ বিষাদে জানা বিশাল জগতে
সজল হইবে হেন নাহিক নয়ান ;
কি সুখ পলা'তে পেলে এ জগত হ'তে
কাতর পরাণ-পাখী পা'বে পরিত্রাণ !—
নলিনি আমার,
এই সুধা উঠে শেষে আশার সাগরে।
বুক ভরে' পান করে,' নরকেতে নাহি মরে,'
থাক সুখে, এই শেষ অমৃতভাণ্ডার,
অয়ি নলিনি আমার !

১৭

এস তবে হাসিমুখে অধর বিকাশি',
গাও তবে বীণা ধরি' প্রেমের মরণ,
কটাক্ষে ঘূরা'য়ে আঁখি বল 'ভালবাসি,'
বল, প্রিয়তমে, এই ত্রিদিব ভুবন।
আমিও হাসিব,
আমিও গাহিব পুন প্রেমের মরণ ;
দুটী কর করে ধরি', দুটী করে প্রেমে ধরি',
হাসি মুখে দুইজনে বিদায় চাহিব,
সুখে ফিরিয়ে যাইব।

১৮

এস তবে ফিরে যাই যাচিয়ে বিদায়,
কি দুখে দাঁড়ায়ে হেথা থাকিব এখন ?
বিদায়—বিদায় আজ—অন্তিম বিদায়,
এই দরশন, প্রিয়ে, শেষ দরশন।
এইখানে, হায়,
একদিন কাঁদিয়াছি ভালবাসা-তরে,
আজ ভালবাসা করে, একা ফিরে যাই ঘরে,
কাতর চন্দ্রমা ওই করে 'হায়! হায়!'
আজ অন্তিম বিদায়!

তৃতীয় পল্লব।

১

যথা তুমি ধর বুকে, ওহে জলধর,

অশনি-অনল-লতা প্রদীপ্ত দামিনী,

তেমনই আমিও মম হৃদয় ভিতর

ভাবনা-দামিনী ধরি দিবস-যামিনী।

তুমিও যেমন

অসীম আকাশে কর অনন্ত বিহার ;

শ্যামল নদীর ধার, গহন কানন পার,—

নীল-নভতলে ভ্রমি আমিও তেমন,

ওহে দামিনীমোহন।

২

ত্যজিয়া পিতার ধাম, জনম-নিলয়,
শৈশবের মনোনীত চক্ষু-পরিচিত,—
পুন ফিরে যাই তথা হেন ইচ্ছা হয়,
ভাবনা যাইতে কিন্তু করে নিবারিত।
ভ্রমি দেশে দেশে,
নাহি দূর, নাহি কাল, পূর্ণ করি কাম ;
ত্যজিয়া পিতার ধাম, ছাড়ি নদ-নদী-গ্রাম,
একাকী এসেছি আমি হেন দূরদেশে,—
তবু শৈশবেব শেষে।

৩

যেখানে মোহনমূর্ত্তি বিজন কান্তার,
সেই স্থান হয় মোর বিচিত্র ভবন ;
যেখানে বিটপী করে শাখার বিস্তার
সেই স্থান হয় মোর সুখদ-শয়ন।
তরঙ্গিণী-মাঝে
যেখানে লহরীলীলা প্রভঞ্জন করে,
বিমল শরীর করে, একাকী তরণী'পরে
তীব্র তটাঘাত কাণে কি মধুর বাজে,
আর হৃদয়ের মাঝে !

৪

অয়ি, শশি, তারা, আর অয়ি নীলাকাশ,
অয়ি স্ফীত, আনন্দিত, শ্বেত স্রোতস্বতি,
অগাধ, অমেয়, আর অসীম-বিকাশ
সিন্ধু, আর শোভাসিন্ধু কুসুম-সংহতি।
আমার মতন
তোমাদেরও আছে প্রাণ, ভাবনা-শকতি?
অথবা বিচিত্রগতি, পা'বে কালে অবনতি?
নহে সবে, নহ কেহ, আমার মতন,
পা'বে একদা নিধন?

৫

যদিও অমর, কিন্তু আমার হৃদয়
নহে সুখী, হ'বে না ও জনমে কখন।
ভাবনার সনে, হায়, করি' পরিণয়,
কবে সুখী হইয়াছে কাহার জীবন?
ভাবনা যাইলে
থাকিবে কি ভাবাধার জীবন আমার?
বহিবে কি অনুক্ষণ, ভাবনার সমীরণ,—
বহিবে ভাবনা-স্রোত পরাণ যাইলে
স্থির চিত্তের সলিলে?

৬

জাগরিত থাকি যবে তবে চিন্তা করি,
নিদ্রিত, তখনও চিন্তা বিচিত্র স্বপনে ;
ভাবনা আমার নিত্য প্রিয়-সহচরী,
বিহার তাহারই সনে রণে, বনে, মনে ।
ত্রিদিবে যথায়
দেব দেবী সকাতর অমিয় বিহনে ;
তেমনই আমারও মনে, সেইরূপ, সেইক্ষণে,
সেই ভাব হয়, যবে ভাবনা শুকায়,
হয় নির্বাপিত-প্রায় ।

৭

ভাবনার সমাহার মানব-জীবন,
ভাবনার সুখে সুখী মানব-হৃদয় ;
ভাবনায় প্রেমিকের মনের মিলন,
ভকতের দেব দেবী, ত্রিদিব নিলয় ।
কে পেয়েছে কবে
বাসনা-সাগর মাঝে আশার তরণী ?
অতুল রমণীমণি, অতুল কুবেরখনি ;
তাই পেয়ে ভাবনা কি স্থির হয়ে র'বে ?
আর কিছু নাহি ল'বে ?

৮

থাকিলে থাকিতে পারে জগত ভিতর,
যা'র রূপে বিমোহিত কবির লেখনী,
যাহার বিচিত্র চিত্র আঁকে চিত্রকর,
প্রস্তরে নিখাত করে ভাস্কর-অশনি।
আমার কপালে
মিলে নাই, কোন কিছু মনের মতন,—
মনের মতন মন, মনের মতন জন,
মিলিল না, মিলে নাই, হায় কোন কালে,
হায়, অভাগার ভালে !

৯

কে দিল তোমারে হেন প্রেম, ওহে প্রিয়বর,
যাহে তুমি জুড়াও এ তাপিত হৃদয় ;
কে করিল তো'রে হেন রূপের সাগর,
আমার প্রেয়সী-শশি চিরসুধাময় ?
তোমাদের প্রায়
শরীর ধরিয়া কেহ আছে কি ভুবনে ?
অথবা ভাবনা-গুণে, এসেছ আমার মনে ?—
মানস-সরসে এক নলিনীর প্রায়
অয়ি জুড়াও আমায় ?

১০

এইখানে একেশ্বর একপ্রাণ হ'য়ে,
হে ঈপ্সিত, ডাকি আমি একান্তে তোমায় ;
এস তুমি এ আসনে, আমার হৃদয়ে,
এস সেই বীণা ধরি' কুসুম-মালায়।
যথায় আকাশে
অনলপ্রবাহ ধায় তারায় তারায় ; *
পরাণে পরাণে, হায়, যদি তথা বার্ত্তা ধায়,—
এস তুমি, এস এই চিত্তের আকাশে,
প্রিয়ে, নিবাও হুতাশে।

১১

কত যে পেয়েছি দুখ তোমার বিহনে,
কত যে পেয়েছি জ্বালা ত্যজিয়ে তোমায়.
এস তুমি এইখানে বিরলে বিজনে,
তোমার চরণে বসি বলিব তোমায়।
প্রেয়সি আমার,
চিন্তার সাগরে তুমি একই লহরী,
আশার অমরাপুরী, তাহে এক বিদ্যাধরী,
একই কুসুম তুমি ভাবনা-শোভার,
ওরে নলিনি আমার।

---

* "Star to star vibrates light ; may soul to soul
Strike thro' a finer element of her own ?"—Tennyson.

১২

এস, এস সেই তব রূপের তরঙ্গে—
ধীরে ধীরে পরশিয়ে, সুতনু, তোমায়,
রাখিয়া মস্তক তব কোমল উৎসঙ্গে,
দেখিব কেমন এই যামিনী পোহায়।
পোহা'বে যামিনী,
পোহা'বে না সে যামিনী তুমি যা'র শশী ;—
দেখিব একাকী বসি, অবিরাম পৌর্ণমাসী—
অনন্ত শশাঙ্কতলে অনন্ত যামিনী,
অয়ি আমার নলিনি !

১৩

উদিল যৌবন, আর উদিলে, প্রেয়সি,
ভাবনা-সাগর হ'তে কমল-ঈশ্বরী ;
জ্ঞানের অমিয় দিয়ে তোমারে, রে শশি,
বাড়া'য়ে, সাজা'য়ে, ভাল বেসেছি, সুন্দরি।
পৃথিবী পার্থিব,
নশ্বর পদার্থরাশি, আমিই অমর ;
আমার মনের কর, খর তীব্র দীপ্ততর,
তাহাতে জনম—আমি তোমার ত্রিদিব,
ওরে পরাণ-পার্থিব।

১৪

যথা যবে মৃদু মৃদু বহে সমীরণ,

উছলি উছলি উঠে তরল লহরী,

সেইরূপ সচকিতে বাঁশরী বাদন

করেছি তোমায় হেরি আপনা পাসরি।

বহু দিন পরে

দূরদেশে পুন আজি তব রূপ স্মরি।

হে চিরহৃদয়েশ্বরি, এ হৃদয় পরিহরি',

যেও না আবার মন অন্ধকার করে'

কভু একদিনতরে।

১৫

যেও না,—অতীব আমি হয়েছি তাপিত,

এ ছার-সংসারে করি' তব অন্বেষণ;

ডেকেছি পর্ব্বতে, দ্বীপে, জুড়াইতে চিত,

"কোথা হে বারেক দাসে দাও দরশন।"

ডেকেছি তোমায়

গহনে কাননে বনে প্রাসাদে সরিতে;

কে জানিত মোর চিতে, তুমি সদা বিরাজিতে?

এস তুমি,—আঁখি ভরি' নিরখি তোমায়,

যেন হৃদয় জুড়ায়।

১৬

আরম্ভিনু এই গীতি তব নাম করি',
শেষ হ'ল এই গীতি নামেই তোমার ;—
যেই গীতি গায় মন দিবা-বিভাবরী
সেই তব গীতি যেন না পায় সংহার।
অনেক দেখেছি ;
আশার, প্রেমের, আর সুখের ইচ্ছার
দেখিয়াছি ছারখার,—এ সংসার অন্ধকার ;
অতুল অমূল কিন্তু মাণিক পেয়েছি,
যদি তোমায় হেরেছি।

১৭

এইরূপে প্রেমব্রত হ'ল উজ্জাপন,
ছায়ার মিলন হ'ল ছায়ার সহিত,
প্রদীপ্ত প্রদীপে হ'ল খদ্যোত-পতন,
বাসনা-লতিকা হ'ল ভাবনা-জড়িত।
কল্লোলিয়া চলে
অনন্ত অজ্ঞাত পথে সময়-হিল্লোল ;
তাহে করি' মৃদুরোল, চঞ্চল চপল লোল,
তোমাতে আমাতে চল, ভেসে যাই চলে'
সেই অর্ণবের জলে।

১৮

চল যাই যথা যায় মরালদম্পতী,

চল ভাসি যথা ভাসে বিমল নলিনী,

চল খেলি যথা খেলে রতি রতিপতি,

চল হাসি যথা হাসে ধীর সৌদামিনী।

দুজনে আবার,

দেয় যদি কান, গা'ব কালের সঙ্গীত ;

খুলি' খুলি' দুই চিত আলিঙ্গিত বিজড়িত,

গাথিব কল্পনা দিয়ে ভাবনার হার,

ওরে নলিনি আমার।

Printed at the New Bengal Press,—CALCUTTA, 1877.

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীঅধরলাল সেন বিরচিত।

ললিতাসুন্দরী,—মূল্য ছয় আনা, মাশুল এক আনা।

মেনকা,—মূল্য চারি আনা, মাশুল এক আনা।

" Our poet has a mind rolling in fine frenzy. He has a brilliant imagination, and a good descriptive faculty. The beauty of the poem should not be judged from the effect it produces as a whole, but from detached pieces. Take parts of the poem, and you will find in it many a thought that breathe, and many a word that burn. In attempting to describe the passion of love he shews that he has got the philosophy of it, and that he knows how to explain that philosophy. There is indeed something very interesting, very touching, and truly poetical in the composition. Our poet has wooed Nature in her best mood and his courtship has not been paid in vain. Some of his happy traits are developed in his second work *Menaka*."

Hindoo Patriot.